পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত অবস্থা জানতে এক তথ্য অনুসন্ধান কমিশন

কেন এই কমিশন?

পশ্চিমবঙ্গে শ্রমজীবী মানুষেরা, বিশেষত রুগ্ন ও বন্ধ কারখানার শ্রমিকরা কেমনভাবে বেঁচে আছেন? তাঁদের যে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে দুর্দশার এক চরম সীমান্তে এসে, সেটা জানবার জন্য কোন গবেষণা বা তদন্ত কমিশনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রয়োজন আছে অনুসন্ধান করবার, কেন এই দুর্দশা। কি ভূমিকা পালন করছে আমাদের দেশের হরেকরকম 'সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা' আর 'শ্রমিক হিতাকাঙ্খী' সব শ্রম আইন? রুগ্ন শিল্পের সমস্যা ও তার সমাধানে যেসব রাস্তা বাতলানো হয়েছে, কি তার ফলাফল? শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশা কতখানি লাঘব করতে পারছে তারা? সর্বোপরি শ্রমজীবী মানুষের জীবনে কোন ভূমিকা পালন করছে বর্তমান উদার অর্থনীতির নানারকম প্যাঁচ পয়জার?

স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৯২-৯৩ সালে নাগরিক মঞ্চ দশ হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত ২২ দফা এক দাবীপত্র পেশ করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে উল্লিখিত বিষয়সমূহের অনুসন্ধানে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিল শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করার জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন জবাব মেলেনি। তাই এইসব অনুসন্ধানের জন্যেই নাগরিক মঞ্চ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, শ্রমিক উদ্যোগ, তার সহযোগী বন্ধু ও অন্যান্য মিত্রগোষ্ঠীর সহয়তায় এক তথ্য অনুসন্ধান কমিশন বসাতে উদ্যোগ নিয়েছে।

কমিশনের বিচার্য বিষয়সমূহ

বিচার ব্যবস্থা ও আইন বিশেষজ্ঞ এবং সংবাদজগতের ও অন্যান্য বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এই কমিশন নিরপেক্ষ এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে অনুসন্ধান ও বিচার বিশ্লেষণ করবে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ ঃ

এক — *প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ই এস আই, গ্র্যাচুইটি ও পেনশন সংক্রান্ত সমস্যাবলী;*

দুই — *ন্যূনতম মজুরী, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, ছাঁটাই, 'স্বেচ্ছা অবসর', শ্রমবিরোধ ও স্ত্রী-পুরুষ বৈষম্য ঘটিত সমস্যাবলী;*

তিন — *রুগ্ন ও বন্ধ কারখানার নির্দিষ্ট ঘটনা ও তথ্য নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ;*

চার — *রুগ্ন ও বন্ধকারখানা সম্পর্কে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং বি আই এফ আর-এর ভূমিকা বিশেষতঃ বন্ধ কারখানা খোলার জন্য শ্রমিকদের বিভিন্ন উদ্যোগে তাদের মনোভাব;*

পাঁচ — *বিচার বিভাগের কার্যকলাপ সম্পর্কে শ্রমজীবী মানুষের অভিজ্ঞতা এবং মনোভাব;*

ছয় — *শ্রম আইন লঙ্ঘনের দৃষ্টান্তসমূহ, বর্তমান আইন ও আইন কার্যকর করার ফাঁক-ফোকর এবং শ্রমিক স্বার্থে আইনের ফাঁক বন্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট প্রস্তাব;*

সাত — *পরিবেশ দূষণ ও পেশাগত রোগের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাবলী ও শ্রমিকের সমস্যা, এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এই দূষণ ও রোগের বিরুদ্ধে বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্তন;*

আট — *'উদার অর্থনীতি' অটোমেশন ও নয়া প্রযুক্তির প্রবর্তনে শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্তন ঃ 'উদার' ভবিষ্যৎ না দুর্দশা বৃদ্ধি ?— শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা এবং অবস্থার বিশ্লেষণ;*

নয় — *অন্যান্য সংশ্লিষ্ট/সম্পর্কযুক্ত বিষয়।*

কমিশনের রিপোর্ট

এইসমস্ত তথ্য অনুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণের ফলাফল প্রকাশিত হবে। কমিশনের রিপোর্ট হবে এক তথ্যসমৃদ্ধ দলিল যা শুধু পশ্চিমবঙ্গের শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে প্রয়াসী হবে তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা সমাধানের পথেও আলোকপাত করার চেষ্টা করবে। দীর্ঘদিনের অবহেলিত শ্রমিক ও শ্রমসম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে সরকার ও প্রশাসনের ওপর উপযুক্ত চাপ সৃষ্টির কাজে ভবিষ্যতে এই দলিল হয়ত এক অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠবে। শুধু কারখানা ভিত্তিক, স্থানীয় ইস্যু ভিত্তিক লড়াই নয়, শ্রমিকসাধারণের বাঁচার সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের লক্ষ্যে সমস্তরকম শ্রমিক উদ্যোগ সমন্বিত করার ব্যাপারে কমিশনের এই রিপোর্ট এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

কমিশনের নিয়মাবলী

— *কমিশনের কাজে সহায়তা করার জন্য একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। তার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ রুম নং ৭, ব্লক বি, ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলিকাতা ৭০০০৮৫। ফোনঃ ৩৫০৮৪১২ ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ৩৫০৪৮৬৪। (বেলেঘাটা সি আই টি রোডে ফুলবাগান বা কালীমন্দির বাস স্টপে নেবে সন্তোষ সিনেমার বাজারের দোতলায়)*

— *যে কোন ব্যক্তি, সংগঠন অথবা গোষ্ঠী, যারা উল্লিখিত বিষয়ে কোন ঘটনা, তথ্য, প্রতিবেদন বা বক্তব্য পেশ করতে চান কমিশনের কাছে তাঁদের লিখিত আবেদন কমিশনের সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে জমা দিতে আহ্বান করা হচ্ছে। ৫ কপি লিখিত আবেদন জমা দিতে হবে। জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ই জুন ১৯৯৭। কমিশনের শুনানী অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার ২৭ জুন থেকে রবিবার ২৯ জুন ১৯৯৭।*

— *কমিশনের নির্দিষ্ট শুনানীর দিনে আবেদনকারী অথবা তাদের প্রতিনিধিদের হাজির থাকতে হবে। শুনানীর নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় আবেদনকারীদের জানিয়ে দেওয়া হবে যথাসময়ে।*

— *শুনানীর সময় দরকার হলে মৌখিক বক্তব্য পেশ করা যাবে কমিশনের কাছে। পেশ করবেন আবেদনকারী অথবা তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। বক্তব্য পেশ করার ব্যাপারে সম্পাদকমণ্ডলী সবরকম সহায়তা করবে।*

— *লিখিত আবেদন কীভাবে হবে, কীধরনের তথ্য আবেদনে থাকাটা অত্যন্ত জরুরী বা কমিশন সম্পর্কে অন্যান্য কিছু জানার থাকলে সম্পাদকমণ্ডলীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।*

কলকাতা ১ মে ১৯৯৭

সম্পাদকমন্ডলী পক্ষে প্রচারিত

এ ফ্যাক্ট ফাইণ্ডিং কমিশন অন দ্য প্লাইট ওয়ার্কাস ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল উইথ পার্টিকুলার রেফারেন্স টু সিক অ্যাণ্ড ক্লোসড ইউনিটস-এর সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে সঞ্চালক, নব দত্ত দ্বারা রুম-৭, ব্লক-বি, ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০৮৫ হইতে প্রকাশিত ও প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত।